بسم الله الرحمن الرحيم

লণ্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ই নভেম্বর, ২০০৪ মোতাবেক ১২ই নবুয়্যত, ১৩৮৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (সূরা আল্ জুমু'আ : ১০-১১)

অর্থাৎ, **হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদেরকে যখন জুমু'আর দিনের একাংশে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য দ্রুত চলে আসো এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা তা জানতে। অতঃপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র কৃপা অন্বেষণ কর এবং আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ কর যেন তোমরা সফলকাম হও।**

আজ রমযানের শেষ জুমু'আ আর আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ শেষ রোযা। আজকের রোযাও ইতোমধ্যে অর্ধেকের বেশি পার হয়ে গেছে। আর এভাবে কেবল একটি রোযাই বাকি আছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ** এগুলো গণনার কয়েকটি দিন মাত্র, কেটে গেল অথচ টেরই পেলাম না; আলহামদুলিল্লাহ। রমযানের শেষ জুমু'আতে মুসল্লিদের উপস্থিতি সাধারণত বছরের অন্যান্য জুমু'আর তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে কিন্তুযেমনটি আমি গত বছরও বলেছিলাম, আর ইনশাআল্লাহ্ আমি একথা বলতেই থাকব যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। অর্থাৎ, যারা জুমু'আতে নিয়মিত আসে না এখন তাদের এই চেতনা জেগেছে যে, এই জুমু'আ রমযানের শেষ জুমু'আ তাই অবশ্যই এতে যাওয়া উচিত এবং যোগ দেওয়া উচিত; এর কল্যাণ থেকে আশিসমণ্ডিত হওয়া উচিত। এই যে জমাট বা আলস্য ভেঙ্গেছে অর্থাৎ, যারা মসজিদে জুমুআ পড়তে এসেছেন তাদের এটি চিন্তা করা উচিত যে, তাদের মন ও মস্তিষ্কে যে (শৈথিল্যের) বরফ জমে ছিল যার দরুণ জুমু'আর গুরুত্বের কোন উপলব্ধি ছিল না, রমযানের উত্তাপ সেই বরফকে গলিয়ে দিয়েছে। রমযান মাসে প্রত্যেক বাড়িতে বিরাজমান পরিবেশ তা গলিয়ে দিয়েছে। ছোট-বড়, অলস কিংবা ইবাদতে অভ্যস্ত নির্বিশেষে সবাই সাধ্যমত রমযানের কল্যাণরাজি লাভের চেষ্টা করে। কাজেই, এখন এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে,

তাদেরও আল্লাহ্ তা'লার ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদে এসে তাঁর সমীপে ইবাদত করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। জুমু'আয় অথবা রমযান মাসের জুমু'আতে আসার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে এখন এ বিষয়টি স্থায়ীভাবে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করা উচিত, অর্থাৎ, আমাদের মধ্যে একবার যে মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা এখন ধরে রাখা উচিত। যদি এই চেতনা বজায় থাকে তাহলে আপনারা দেখবেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য কীভাবে স্বীয় অনুগ্রহ ও আশিসের দ্বার উন্মোচন করতে থাকেন। আমি যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি তা সূরা জুমু'আর দু'টি আয়াত। এতে আল্লাহ্ তা'লা জুমু'আর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। একথা বলেন নি যে, রমযান মাসের শেষ জুমু'আ হল বিশেষ জুমু'আ; আর মুসলানরা এদিনে সেসব রীতি অবলম্বন কর যার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বরং কোন প্রকার বিশেষ জুমু'আ এবং তারতম্য বা বৈষম্য ছাড়াই প্রত্যেক জুমু'আ সম্পর্কে বলেছেন যে, সব জুমু'আই সমান এবং এক্ষেত্রে মু'মিনদেরকে জুমু'আর তাৎপর্য দৃষ্টিপটে রেখে এই বিষয়টি দৃষ্টিগোচর রাখতে হবে যে, এতে (অর্থাৎ জুমুআ'য়) নিয়মিত উপস্থিত হতে হবে এবং এ সম্পর্কে কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই দিক-নির্দেশনাগুলো কী? যেগুলোর প্রতি একজন মু'মিনের দৃষ্টি রাখা উচিত। সেগুলো হল, শুক্রবার দিন যখন জুমু'আর নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন কোন প্রকার অজুহাত ছাড়াই, কোন প্রকার ব্যবসায়িক ব্যস্ততার গুরুত্বের কথা না ভেবে সব কাজকর্ম ফেলে মসজিদ অভিমুখে ছুটে চল এবং একাজে বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। কেননা, জুমু'আর একটি গুরুত্ব রয়েছে আর সেই গুরুত্ব সর্বদা তোমার দৃষ্টিপটে থাকা উচিত। এই গুরুত্ব সম্পর্কে যদি জানতে পারো যে, জুমু'আর ইবাদত তোমাকে কি থেকে কি বানাতে পারে! তুমি যদি জানতে পারো যে, জুমু'আর নামাযে কৃত দোয়ার মান কতটুকু! তুমি যদি জানো যে, জুমু'আর দিন তুমি শয়তানের খপ্পর থেকে রক্ষা পেতে পারো আর কীভাবে রক্ষা পাবে; যার ফলে তুমি সর্বদা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তোমার মাঝে সর্বদা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সামর্থ্য সৃষ্টি হতে থাকবে। কাজেই, কখনোই জুমু'আ পরিত্যাগ করবে না। তোমার মাথায় কখনোই যেন এই ভাবনা না আসে যে, কোন ব্যাপার না; জুমু'আ তো পড়াই যাবে, ব্যবসা-বাণিজ্য কর অথবা বন্ধু-বান্ধবের সাথে ঘুরতে চলে যাও কিংবা এ ধরণের নানা অজুহাত খুঁজতে আরম্ভ কর বরং এই আয়াত অনুযায়ী জুমু'আর নামাযে আসার জন্য তড়িঘড়ি করবে। মহানবী (সা.) এই গুরুত্বকে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **সপ্তাহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমু'আর দিন। এদিন আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে আর এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এদিনেই আদম বহিস্কৃত হন। অর্থাৎ, জান্নাত থেকে বেরও হন। আর এদিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন মুসলমান বান্দা আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা-ই যাচনা করে আল্লাহ্ তাকে দান করেন।** (তিরমিযী কিতাবুল জুমু'আতি, বাব ফীস্ সা'আতিল্লাতী তুরজা ফী ইয়াওমিল জুমু'আতি)

এতএব, এই হলো জুমু'আর দিনের গুরুত্ব। অর্থাৎ, দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন; কারণ এই দিনে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং তাকে জান্নাত থেকে বহিস্কারও করা হয়। এখন জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং বহিস্কারও করা দু'টি বিষয়ই একত্রে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। সংক্ষেপে এ বিষয়ে বলছি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, জ্বিন এবং ইনসান সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো ইবাদত; তারা যেন ইবাদত করে। এখন যারা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করবে, তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলবে তাহলে আদম (আ.)-এর এই সন্তানরাই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তোষভাজনও হবে এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শনও প্রত্যক্ষ করবে। আর যারা ইবাদতকারী নয়, আদেশ অমান্যকারী, শয়তানের প্ররোচনার শিকার, আল্লাহ্ তা'লা জুমু'আর দিন এবং এদিনের ইবাদতের যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন– একে যারা উপেক্ষা করে, নিজেদের ব্যস্ততা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লার এই বিশেষ দিনের ইবাদতের প্রতি যারা ভ্রুক্ষেপহীন তারা জান্নাতের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। বরং আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে আদম (আ.)-কে বিভিন্ন বিধি-বিধান দান করেছিলেন সেগুলো পালন না করার অপরাধে (তাকে) জান্নাত থেকে বের হতে হয়েছিল, তাই তোমরাও একথা ভেবো না যে; মুসলমান দাবি করলেই জান্নাতের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে বরং (কেবলমাত্র) আদেশ-নিষেধ পালন করলেই জান্নাত পাওয়া সম্ভব। তাই নিজেদের আদি পিতা আদম (আ.)-এর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে থাকো। তার (অর্থাৎ, শয়তানের) মোকাবিলা কর এবং প্রত্যেক জুমু'আয় যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন– এই নির্দেশ পালন কর আর এই দিনের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লা এই সুবিধেও দিয়েছেন বা তোমাদেরকে এই পুরস্কারও দিয়েছেন যে, এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত রেখে দিয়েছেন যখন ইবাদতের সময় কৃত তোমাদের দোয়াকে আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দান করেন। তাই বছরান্তে নয় বরং প্রত্যেক সপ্তম দিনে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাঁর ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দাও তাহলে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের পরিবর্তে সৎকর্ম এবং ইবাদতের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইহকালে ও পরকালে জান্নাতের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে।

এবার লক্ষ্য করুন! জান্নাত থেকে বের হওয়ার সাথেসাথেই এই দু'টি দল বানিয়েছেন। শয়তানের মোকাবিলা করার শক্তিও দিয়ে দিয়েছেন আর তিনি বলেন, এই মোকাবিলা এবং শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদই তোমাকে আবার জান্নাতে প্রবেশ করাবে। বরং তোমাদের জন্য দু'টি জান্নাত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। ইহকালের জান্নাত এবং পরকালেরও (জান্নাত)। এছাড়া সাধারণত ভালো কোন কিছুর স্মরণে অথবা কারও জন্মদিন পালন করতে হলে বছরান্তে একটি দিন আসে কিংবা শয়তানী কোন বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্তি পেলে সেক্ষেত্রেও বছর পূর্তিতে সেই দিনের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এখানে আল্লাহ্ তা'লা একথা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে সাত দিন অন্তর একটি দিন রেখেছেন, অর্থাৎ যেদিন আমি

আদমকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছিলাম তোমরা সেই দিনকে স্মরণ কর, সমবেত হয়ে দোয়া কর, আমার নবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর, আমার আদেশাবলী পালন কর– তাহলে চিরকাল জান্নাতে থাকবে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখবে যে, যদি এই সৎকর্ম না কর তাহলে আদমের মত জান্নাত থেকে বহিষ্কৃতও হবে, তাই সতর্ক হও! এসব নির্দেশনার পাশাপাশি সুসংবাদও দিয়েছেন, এই দিনে তোমাদের দোয়া, তোমাদের আকুতিমিনতি গৃহীত হবে। এমন একটি মুহূর্ত আসবে যখন তা গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করবে যেন তোমরা জান্নাত থেকে লাভবান হতে পারো। এই ভূপৃষ্ঠও তোমাদের জন্য জান্নাত (প্রতীম) হয়ে যাবে, এই পৃথিবীও তোমাদের জন্য জান্নাত (সদৃশ) হয়ে যাবে আর ভবিষ্যতেও, অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও তোমরা চিরস্থায়ী জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে। মোটকথা, শয়তান থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমাদেরকে অস্ত্রও সরবরাহ করে দিয়েছেন এবং এই অস্ত্রের কার্যকর হওয়ার নিশ্চয়তাও প্রদান করেছেন; কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, শয়তানও যেহেতু এদিন ভীষণ ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করে; কারণ শয়তান সেই দিন প্ররোচনা যুগিয়েছিল তাই তোমাদেরকেও নিজেদের ইবাদতে এক বিশেষ মান সৃষ্টি করতে হবে আর যখন এই বিশেষ মান অর্জন হয়ে যাবে তখনই শয়তানের বিভিন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে; যেমনটি আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি।

একটি রেওয়ায়েতে দোয়া গৃহীত হওয়া সম্পর্কে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) একবার জুমু'আর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, **এদিন এমন একটি মুহূর্ত বা ক্ষণ আসে যখন মুসলমানরা এমন একটি মুহূর্ত পায় আর তখন সে যদি নামাযে দণ্ডায়মান থাকে তাহলে সে যে দোয়া করে তা গ্রহণ করা হয়। তিনি (সা.) নিজের হাত দিয়ে ইশারা করে বলেন, কিন্তু এই মুহূর্তটি খুবই অল্প সময়ের।** **(মুসলিম, কিতাবুল জুমু'আ, বাব ফীস সা'আতিল্লাতী ফী ইয়াওমিল জুমু'আতি)**

এখন লক্ষ্য করুন! এখানেও জুম'আর কথাই বলা হয়েছে যে, (একটি বিশেষ) মুহূর্ত আসে। একথা বলা হয় নি যে, জুমু'আতুল বিদা'তে বিশেষ মুহূর্ত আসে। এরপর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, বিশেষ সময়ে ব্যস্ততা সত্ত্বেও তোমরা যখন নামাযের জন্য সমবেত হও এবং নামায পড়া শেষ কর তখন তোমাদের জন্য ঐশী অনুগ্রহ সন্ধান করার অনুমতি রয়েছে। অর্থাৎ, যদি তোমাদের জাগতিক কোন কাজকর্ম থাকে, ব্যস্ততা থাকে তাহলে জুমু'আর নামাযের পর তা কর। কিন্তু স্মরণ রেখ! তোমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সর্বদা তোমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এমন নয় যে, জুমু'আর নামাযের পর আসর নামায কাযা করে পড়বে অথবা পড়তে যে হবে; তাই ভুলে বসে আছ। না; বরং জুমু'আর নামাযের পরে যদি তোমার জাগতিক কোন ব্যস্ততা থাকে তাহলে অবশ্যই কর। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, **অপারগতা থাকলে কাজ কর নয়তো যিকরে এলাহীতে সময় কাটাও**। কিন্তু এই কাজের মাঝেও যিকরে এলাহী করতে থাকো এছাড়া এটিও যেন মাথায় থাকে যে, অন্যান্য নামাযও সময়মত পড়তে হবে। যাদের এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, জুমু'আর নামায পড়েছি, বাকি নামায দেখা যাবে– তাদেরও সংশোধন করে দিয়েছেন যে, সর্বদা যিকরে এলাহী কর আর যখন মনে মনে যিকরে

এলাহী করতে থাকবে তখন এর আবশ্যক ফলাফল হিসেবে নামাযের কথাও মনে থাকবে আর সময়মত নামায পড়বে এবং সময়মত নামায পড়লে শয়তানের (আক্রমণ) থেকেও রক্ষা পাবে আর বিভিন্ন প্রকার নোংরামি থেকেও রক্ষা পেতে থাকবে। যেমনটি বলেছেন, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ (সূরা আল্ আনকাবুত: ৪৬) অর্থাৎ, নামায অশ্লীল ও মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে আর এরফলে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের পরিবর্তে জান্নাতে প্রবেশকারী হয়ে যাবে। আর সেই দিনের সতর্কবার্তা থেকে রক্ষা পাবে, মন্দকর্ম থেকে রক্ষা পাবে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর শয়তান থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইবাদত কর, জুমু'আর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান কর। এরপর মহানবী (সা.) আমাদেরকে ইবাদতের কিছু রীতিনীতিও বাতলে দিয়েছেন। এখন আমাদের প্রত্যেকেই একথা জানে যে, খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছানের একমাত্র মাধ্যম হলো মহানবী (সা.)। বর্তমানে যদি কোন জীবিত ধর্ম থেকে থাকে তবে তা হলো ইসলাম। বর্তমানে খোদা তা'লার সাথে বান্দার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনকারী যদি কোন ধর্ম থেকে থাকে তবে তা হলো ইসলাম; তবে মহানবী (সা.)-কে মাধ্যম অবলম্বনের ফলেই সরাসরি সম্পর্ক গড়ে উঠবে। যে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করে না সে খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি প্রতি দরূদ প্রেরণ করে না তার দোয়াও গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করে না। এ জন্যই আমাদের প্রতি নির্দেশ হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে থাকো। আর এর মাধ্যমেই খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে যাও কিন্তু জুমু'আর দিনেও এই দরূদেরও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

এক রেওয়ায়েতে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেন, **সপ্তাহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমু'আর দিন। এদিনে আমার প্রতি অনেক বেশি দরূদ প্রেরণ করো কেননা, এই দিনেই তোমাদের এই দরূদ আমার সমীপে উপস্থাপন করা হয়।** (আবু দাউদ, কিতাবুস্ সালাত, বাব তাফরী' আবওয়াবুল জুমু'আতি)

কাজেই লক্ষ্য করুন! এখানেও দরূদের বরাতে জুমু'আর গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে আর দরূদ তাঁর (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) শাফায়াতের (বা সুপারিশ করার) অধিকার প্রদান করেছেন। এরপর আমরা যদি (রীতিমত) জুমআ'র দিনে দরূদ প্রেরণ করি তবে তা মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে উপস্থাপিত হয়ে নিরন্তর আমাদের হিসাবে জমা হতে থাকবে। বরং সর্বদা দরূদ প্রেরণ করা উচিত আর বিশেষভাবে জুমু'আর দিনে। কাজেই, জুমু'আর দিনের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এটি বলা হয়েছে। কোথাও একথা বলা হয় নি যে, জুমু'আতুল বিদা'র দিনে তোমরা যে দরূদ প্রেরণ করবে তা বিশেষভাবে আমার সমীপে উপস্থাপিত হবে বরং প্রত্যেক জুমু'আর দিনের দরূদই পেশ করা হবে। এসব বিষয় থেকে বোঝা যায় জুমু'আতুল বিদা'র নিজস্ব কোন গুরুত্ব নেই, কোন মূল্য নেই। কুরআন ও হাদীস থেকে এ সম্পর্কে (কিছুই) জানা যায় না। এগুলো পরবর্তী যুগের আবিস্কার, নব সংযোজন যা কিছু মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী ওলামা বা নামসর্বস্ব ফিকাহীদ তাদের স্বার্থসিদ্ধির

উদ্দেশ্যে রচনা করেছে। এরপর এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষদেরকেও বিভ্রান্ত করা হয়। অতএব, যেমনটি আমি পূর্বে বলেছি, শয়তানও বিশেষ করে সেই দিনে অধিক জোরালোভাবে আক্রমণ করে এবং বিভিন্ন দুরভিসন্ধির ছত্রচ্ছায়ায় (আক্রমণ) করে। তার এই কষ্টের কারণ আগেও ছিল এবং এখনো আছে (তা হলো), আজকের দিনে আদম (আ.)-কে কেন সৃষ্টি করা হলো? আমার মোকাবিলায় তাকে আনা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা আমার অবমাননা করেছেন; আমার মানহানী হয়েছে। মূলতঃ শয়তানের ঝগড়া তো ছিল আল্লাহ্ তা'লার সাথে; কিন্তু কেউ আল্লাহ্ তা'লার ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তাই (সে) বান্দাদেরকে নিজের খপ্পরে ফেলার অপচেষ্টায় সদা নিয়োজিত আর একাজের জন্য সে (আল্লাহ্‌র কাছে থেকে) অনুমতিও লাভ করেছে। অর্থাৎ, (তাকে বলা হয়েছে,) ঠিক আছে, তুমি তোমার কাজ কর। যে তোমার খপ্পরে পড়বে সে জাহান্নামে যাবে। (আর) যারা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারা জান্নাতে যাবে। সে তো এই অপতৎপরতায় রত আছে যে, রহমান খোদার বান্দার সংখ্যা যেন পৃথিবীতে খুবই কম হয়। কিন্তু আজ আহমদীদের কর্তব্য হলো– জুমু'আর গুরুত্ব অনুধবান করত সর্বদা জুমু'আয় উপস্থিতি সুনিশ্চিত করে আর আল্লাহ্ তা'লার যিক্‌র এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের সুবাদে রহমান খোদার বান্দায় পরিণত হওয়ার চেষ্টা করে। আর যখন রহমান খোদার বান্দায় পরিণত হওয়ার চেষ্টা করবে তখন আমাদের কেবলমাত্র জুমু'আয় উপস্থিত হওয়ার চিন্তাই হবে না বরং অন্যান্য নামাযে উপস্থিত হওয়ার চিন্তাও হবে। মসজিদগুলো আবাদ রাখার চিন্তাও থাকবে। নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা এবং আলস্য দূর করারও চিন্তা হবে। আল্লাহ্ তা'লার সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)'র বরাতে একটি রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.) বলতেন, **পাঁচবেলার নামায, এক জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ এবং (এক) রমযান থেকে পরবর্তী (বছরের) রমযান এর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত পাপকর্মের কাফ্‌ফারা তথা প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়; যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুরুতর পাপকর্ম থেকে মুক্ত থাকে।** (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুত্ তাহারাত)

কাজেই, {মহানবী (সা.)} এখানে বিষয়টি একেবারে খোলাসা করে দিয়েছেন যে, পাঁচবেলার নামায কাফ্‌ফারা হয়ে যায় অর্থাৎ; মানুষ যখন এক বেলার নামাযের পর পরবর্তী নামাযের কথা চিন্তা করে এবং পাপাচার থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে থাকে অতঃপর নামাযও পড়ে আবার এক জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্তও কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। এই সাতদিনে (নিয়মিত) নামায পড়ার কারণে, গুরুতর পাপকর্ম থেকে মুক্ত থাকার কারণে এবং আমি গত জুমু'আতে এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, ভবিষ্যতে অমুক অমুক মন্দকর্ম করব না আর এজন্য আমি খোদার দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিলাম– এই চেতনার কারণে নিশ্চয় সেই ব্যক্তি অপকর্ম থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে থাকবে। কেননা, এই উপলব্ধি থাকবে যে, আমিও গত জুমু'আতে খোদা তা'লার দরবারে অমুক পাপকর্ম পরিহারের এবং অমুক বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলাম। যদি আমি পুনরায় একই

অপকর্ম করি তাহলে আগামী জুমু'আর কোন মুখ নিয়ে আমি তাঁর সামনে উপস্থিত হব? অতএব, এভাবে (জুমু'আ) কাফ্ফারার কারণ হয়। পরবর্তী জুমু'আ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এই ব্যক্তি গুরুতর পাপকর্ম থেকে মুক্ত ছিল। আর যদি বছরান্তেই জুমু'আ পড়বে তাহলে মানুষ তো এক বছর পর এমনিতেই অনেক বিষয়, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায় যে সে আদৌ করেছিল কিনা? অতঃপর তিনি (সা.) বলেছেন, রমযান কাফ্ফারা হয়ে যায়। যদি নিয়মিত পাঁচবেলার নামায ও জুমু'আর নামায পড়া হয় এবং সৎকাজ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয় তাহলে জানা কথা যে, রমযানও এর কাফ্ফারা হয়ে যাবে। অতএব, কাফ্ফরা'র অর্থ হলো– এসব নামায, এই জুমু'আ এবং এই রমযান এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে যে, এই ব্যক্তির দ্বারা কতক ছোটখাটো যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে অথবা কিছু নির্বুদ্ধিতার দরুণ যেসব ভুল-ত্রুটি হয়েছে– এসব ইবাদত (তখন) বলবে, হে আল্লাহ্! তোমার ভয়ে এবং তোমাকে ভালোবাসার কারণে এই মু'মিন বান্দা তোমার সমীপে পাঁচবেলা উপস্থিত হয়েছে; তোমার কাছে সেসব অপকর্মের (দরুন) ক্ষমাও প্রার্থনা করেছে এবং গুরুতর পাপকর্ম থেকেও মুক্ত থেকেছে। জুমু'আ বলবে, এই সাত দিনে এই ব্যক্তি গুরুতর পাপকর্ম ও মন্দকর্ম থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছে এবং মুক্ত থেকেছে কিন্তু কতক ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েও গিয়েছে; তুমি ক্ষমা করে দাও। মোটকথা, সে অন্তত নিজ অঙ্গীকার পালনের চেষ্টা করেছে। রমযান বলবে, এই মু'মিন বান্দা রমযানের প্রাপ্য দাবি অনুযায়ী রোযাও রেখেছে আর পরবর্তী রমযানের প্রতীক্ষাও এবং সাধারণত মন্দকর্ম থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছে; ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি, আলস্য যদি হয়েও গিয়ে থাকে তাহলে একে ক্ষমা করে দাও। কাজেই এসব ইবাদত যখন এভাবে সেই মু'মিন বান্দার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবে আর আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থাপিত হবে। তাহলে এসব ইবাদতের কল্যাণে সে সৎকর্মে আরও উন্নতি সাধন করবে এবং পুণ্যকর্মের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করতে থাকবে। তবে শর্ত হলো, তা যেন সদুদ্দেশ্যে করা হয়; লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নয় কেননা, লোক দেখানো ইবাদত মুখে ছুঁড়ে ফেলা হয়। আর একটি সময় আসবে যখন ছোটখাটো মন্দকর্মও দূর হয়ে যাবে। কাজেই, এটি হলো ইবাদতের কাফ্ফারা আদায়ের মর্ম। এরপর জুমু'আর দিনে দোয়া গৃহীত হওয়া সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে এভাবে এসেছে,

হযরত আবু জা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **যে ব্যক্তি জেনেশুনে লাগাতার তিন জুমু'আ ছেড়ে দেয় আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।** **(তিরমিযী, কিতাবুল জুমু'আ; বাব মা জাআ ফী তারকিল জুমু'আ)**

কাজেই, যেমনটি আমি বলেছিলাম, এমন কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জুমু'আতুল বিদা'র বিশেষ কোন গুরুত্ব রয়েছে, এই দিনে নামায পড়লে সবকিছু মাফ হয়ে যাবে। তবে, প্রত্যেক জুমু'আর গুরুত্ব সম্পর্কিত রেওয়ায়েত অব্যশ্যই পাওয়া যায়। এখন এই রেওয়ায়েতেও একথাই বলা হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে জুমু'আর নামায পরিত্যাগকারীদের হৃদয়

মোহরাঙ্কিত হয়ে যায় আর যাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেওয়া হয় তারা ধর্ম থেকে দূরে সরে যেতে থাকে আর এমন এক সময় আসে যখন খোদাকেও ভুলে বসে। খুবই কঠিন সতর্কবার্তা। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এথেকে সুরক্ষিত রাখুন। এবার যারা বছরান্তে জুমু'আ পড়ে অথবা ঈদের নামায পড়ে তাদের মনে রাখতে হবে, জুমু'আও এক প্রকার ঈদ-ই বটে। প্রথম হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, (টানা) তিন জুমু'আর বেশি ছেড়ে দিলে (হৃদয়ে) কালিমা পড়ে যায়।

এরপর যারা ঈদের (নামাযকে) গুরুত্ব দেয় কিন্তু জুমু'আকে গুরুত্ব দেয় না এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) একবার একটি জুমু'আর খুতবা চলাকালেই বলেন, **হে মুসলমানগণ! এই দিনকে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য ঈদের (দিন) বানিয়েছেন। এদিন গোসল কর এবং অবশ্যই মিসওয়াক কর।** (আল্ মু'জিমুস সাগীর লিত্ তিবরানী; বাবুল জাআ মিন ইসমিহিল হুসন্)

অর্থাৎ, এদিন গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ভালো পোশাক পরিধান করে ঈদের মত আনন্দ উদ্‌যাপন কর। আর আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের উদ্দেশ্যে একস্থানে সমবেত হও। আমি লক্ষ্য করেছি, সম্ভবত একারণেই কেউ কেউ জুমু'আর দিনে নিজের সাধ্যমত বিশেষ আয়োজন করে খাবার রান্না করে। কাজেই, যদি এই চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে এই আয়োজন কর যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ হলো, ঈদ মনে করে উদ্‌যাপন কর তাহলে খাবারের পাশাপাশি সওয়াবও লাভ করতে থাকবে।

অতঃপর মহানবী (সা.) জুমু'আর (নামাযে) আগতদের অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুপ্রাণিতও করেছেন। রেওয়ায়েতে এসেছে, ইবনে শিহাব বর্ণনা করেন, তাঁকে আবু আব্দুল্লাহ্ আগার বলেছেন, তিনি হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)-কে একথা বলতে শুনেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **জুমু'আর দিন মসজিদের প্রত্যেক দরজায় ফিরিশ্‌তারা দণ্ডায়মান থাকেন। তাঁরা মসজিদে সর্বপ্রথম আগমনকারীর নাম প্রথমে লিখেন; আর এভাবে তারা আগমনকারীদের (একটি) তালিকা প্রস্তুত করেন। এমনকি ইমাম যখন খুতবা প্রদান করে বসেন তখন তাঁরা তাদের রেজিস্টার বন্ধ করে দেন এবং খোদার যিক্‌র শোনায় রত হন।** (মুসলিম কিতাবুল জুমু'আ; বাব ফাযলুত্ তাহ্‌জীরি ইয়াওমাল জুমু'আ)

কাজেই আগেভাগে (মসজিদে) আসাও পুণ্যকর্ম, কারণ তাড়াতাড়ি আসার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন যে, নামাযের জন্য দ্রুত আসো। কেননা, শয়তান তো (যে কোনমূল্যে) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টাতেই লেগে আছে আর যদি তার (শয়তানের) প্রলোভন সত্ত্বেও মসজিদে আসার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে, জুমু'আ পড়ার প্রতি মনোযোগ থাকে যা বর্তমান যুগে অন্যান্য অনেক ব্যস্ততার কারণে আরও বেশি গুরুত্বের দাবিদার; কাজেই (জুমু'আতে) আসার কারণেই সে পুণ্যের অধিকারী সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশ পালন করার সুবাদে অঢেল সওয়াবের অংশীদার হয়। (জুমুআ'তে) দ্রুত আসার ব্যাপারে আরেকটি রেওয়ায়েত এভাবে এসেছে,

আলকামা বর্ণনা করেন, (আমি) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)'র সাথে জুমু'আর নামাযে যাই। তিনি লক্ষ্য করেন, তাদের আগেই তিনজন মসজিদে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি

চতুর্থ ব্যক্তি। যাহোক, চতুর্থ হওয়াও তেমন একটা দূরের নয়। এরপর বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি, **কিয়ামত দিবসে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে জুমু'আর নামাযে আগমনের হিসাব অনুযায়ী বসবে অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অতঃপর তিনি বলেন, চতুর্থ ব্যক্তিও আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বসার ক্ষেত্রে খুব একটা দূরে থাকবে না।** (সুনান ইবনে মাজা; কিতাবু ইক্বামাতিস সালাতি ওয়াস্ সুন্নাতি ফীহা, বাবু মা জাআ ফীত্ তাহজীরি ইলাল জুমু'আতি)

কাজেই জুমু'আর (নামাযে) দ্রুত আসার জন্য সাহাবীদের প্রচেষ্টা এবং আগ্রহ এমনই ছিল। আহমদীদেরও এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত কেননা, এই সূরা জুমু'আতেই আখারীনদের, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের সাথে পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ; সাহাবীদের সাথে মিলিত হবার উল্লেখ রয়েছে। এই মিলন তখনই সম্ভব যখন আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণেরও চেষ্টা করব। অতএব, যেমনটি আমি বলেছি; আহমদীদের জুমু'আয় উপস্থিতি এবং এর (ভাবমূর্তি) সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। কেননা, প্রথমত নিজ সত্তায় জুমু'আর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আমি যেসব কথা বলেছি তা কুরআন-হাদীসের আলোকে সুস্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার পর এক হাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা নিজেদের ওপর একটি বাড়তি দায়িত্ব চাপিয়ে নিয়েছি, অর্থাৎ আমাদেরকে সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। গোটা পৃথিবীকে মহানবী (সা.)-এর (নিষ্ঠাবান) দাসের জামাতভুক্তও করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য আন্তরিকভাবে অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টাও করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা (আমাদেরকে) এর তৌফিক দান করুন।

যদিও এমনটি আহমদীদের মধ্যে পাওয়া যায় না কিন্তু কোন কোন অ-আহমদীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, কতেকের মতে বা দৃষ্টিভঙ্গি হলো, জুমুআ'তুল বিদার দিন 'কাযায়ে উমরি' পড়লে অতীতের সকল ছেড়ে দেয়া নামায আদায় হয়ে যায় এবং এই দুই রাকাতের মাধ্যমে সব (ক্ষতি) পূরণ হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা যে, আহমদীরা এই বিদ'আত থেকে মুক্ত।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করলে তিনি (আ.) বলেন, **"যে ব্যক্তি কাযায়ে উমরির দিনে নামায পড়ার আশায় ইচ্ছাকৃতভাবে সারা বছর নামায পড়ে না সে পাপী। আর যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে আর কখনো নামায পরিত্যাগ করবে না– এই নিয়্যতে নামায পড়ে; তাহলে তার জন্য কোন সমস্যা নেই। আমরা তো এ বিষয়ে হযরত আলী (রা.)'র উত্তরই দিয়ে থাকি।"**

আরেকটি বর্ণনায় তিনি (আ.) এভাবে হযরত আলী (রা.)'র উত্তরটি বর্ণনা করেন, **"একদা জনৈক ব্যক্তি অসময়ে নামায পড়ছিল। কেউ হযরত আলী (রা.)-কে বলল, আপনি যুগ খলীফা; আপনি তাকে বারণ করছেন না কেন? জবাবে তিনি (রা.) বলেন, আমার ভয় হয় পাছে আমি আবার এই আয়াত অনুযায়ী অপরাধী সাব্যস্ত না হই! আয়াতটি হলো–** أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ {অর্থাৎ,

তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ যে (আমাদের) এক বান্দাকে নিষেধ করে যখন সে নামায পড়ে? (সূরা আল্ আলাক: ১০-১১)} **তবে হ্যাঁ; কেউ যদি কাযায়ে উমরির দিনে নামায পড়ার আশায় নামায পরিত্যাগ করে তাহলে সে অন্যায় করেছে।"** এরপর তিনি (আ.) বলেন, **"তবে হ্যাঁ; কেউ যদি কাযায়ে উমরির দিনে নামায পড়ার আশায় নামায পরিত্যাগ করে তাহলে সে অন্যায় করেছে।** (কেউ) **যদি অনুতপ্ত হয়ে বিগত নামায পড়ে** (অর্থাৎ, যদি লজ্জিত হয়ে তওবা-অনুশোচনা করতে চায়) **তাহলে পড়তে দাও; কেন** (তাকে) **নিষেধ কর। কেননা, দোয়াই তো করছে।"** তিনি (আ.) বলেন, **"অবশ্যই তার মাঝে অনুশোচনা কাজ করছে"** আর আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, কেউ কেউ আপত্তিও করে বসে যে, **"দেখ! বাধা দেয়ার ফলে পাছে তুমিও না আবার এই আয়াতের সম্বোধিত হয়ে যাও।"** **(আল্ হাকাম, ২৪শে এপ্রিল, ১৯০৩, পৃষ্ঠা: ১২, ৩ নাম্বার কলাম)**

অতএব, এই হলো জুমু'আর গুরুত্ব কিন্তু এতদসত্ত্বেও কতক ব্যক্তি খুতবা শুনবে, নিজেদের ওপরে কঠোরতা আরোপ করবে আবার কিছু মানুষ অন্যদের বেলায় কঠোর হয়ে যাবে। কারও কারও জন্য জুমু'আর ক্ষেত্রে অবকাশও রয়েছে। সেটিও আমি উল্লেখ করছি–

তারিক বিন শিহাব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাজামা'ত জুমু'আর নামায পড়া এমন হক্ যা ওয়াজিব অর্থাৎ, ফরয (বা আবশ্যিক)। কেবলমাত্র চার প্রকার মানুষ ছাড়া, অর্থাৎ, ক্রীতদাস, নারী, শিশু এবং রোগী।** **(আবু দাউদ, কিতাবুস্ সালাত, বাবুল জুমু'আতি লিল মামলূকি ওয়াল মারআতি)**

অতএব, এই চার ধরণের মানুষকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। বিশেষতঃ যেসব মহিলাদের একেবারে ছোট-ছোট বাচ্চা রয়েছে, যাদের কান্নাকাটি বা হট্টগোলের কারণে অন্যদের অসুবিধা হয়, তাদের নামায নষ্ট হয়, খুতবা শুনতে কষ্ট হয়; তাদের (অর্থাৎ, এমন মহিলাদের) জন্য বাড়িতে থাকা এবং সেখানে নামায পড়াই শ্রেয়। এই যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তা নিজেদের কষ্ট অথবা অপারগতা ছাড়াও অন্যদের কষ্ট থেকে রেহাই দেবার উদ্দেশ্যেও বটে। আর প্রথমেই এখানে ক্রীতদাসের উল্লেখ রয়েছে; বর্তমান যুগে তো দাসপ্রথা নেই কিন্তু কোন কোন সময় শয়তানের মনে কুপ্ররোচনা সৃষ্টি করে ফলে চাকুরীজীবিরা মনে করে যে, সম্ভবত আমরাও এই শ্রেণীভুক্ত। আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, তারা এই শ্রেণীভুক্ত নয়। যেমনটি আমি বলেছি, ছোট বাচ্চা আছে এমন মহিলাদের জুমু'আ পড়া একেবারেই আবশ্যক নয়। এই অবকাশ দিয়েছেন আল্লাহ্‌র নবী (সা.), কাজেই এই সুযোগ গ্রহণ করুন; তাছাড়া জুমু'আর শিষ্টাচারের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি আবশ্যক। জুমু'আর খুতবাও জুমু'আর অংশ, তাই তখনও নীরবতার সাথে বসা উচিত। বাচ্চারা কথা বললে নিচু স্বরে হলেও মা-বাবা তাদের চুপ করায় ফলে পাশে বসা ব্যক্তির কষ্ট হয়; বিশেষতঃ মহিলাদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট অভিযোগ আসে। তাই সাবধানতার দাবি হলো, ছোট শিশুরা এবং তাদের মায়েরা বাড়িতেই থাকবেন। তবে হ্যাঁ; ঈদের (নামাযে) আসার নির্দেশ রয়েছে; সেদিন অবশ্যই আসুন। কেননা, আগামী পরশু ঈদ; এমন যেন মনে না করেন যে,

ঈদের (নামাযও) মাফ হয়ে গেছে। আর শিশুদের জন্য যেখানে পৃথক স্থান বানানো হয় (তাদের) সেখানে বসা উচিত; সর্বসাধারণের নামাযের জন্য হল আছে সেখানে বসবেন না। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখানে বাইতুল ফুতুহ্'তে এমনিতেও শিশুদের জন্য একটি পৃথক স্থান নির্ধারিত আছে, কিন্তু অত্যধিক লোক সমাগমের কারণে হয়তো সেই অংশটিও পুরুষরা পেয়ে যাবে, তাদের কি আয়োজন তা আমি জানি না? তবে যাহোক, বাচ্চা আছে এমন মহিলারা একদিকে আলাদা হয়ে বসবেন যাতে অন্যদের অসুবিধা না হয়। মহানবী (সা.) সঙ্গত কারণেও খুতবা চলাকালে কথা বলা অপছন্দ করেছেন।

অতএব, একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, তিনি (সা.) বলেছেন, **জুমু'আর দিন ইমাম যখন খুতবা দিতে থাকেন তখন তুমি যদি তোমার নিকটবর্তী আলাপরত ব্যক্তিকে বল যে, চুপ কর; তাহলে তোমার একথা বলাও বৃথা কাজ।** **(তিরমিযী কিতাবুল জুমু'আ; বাব মা জাআ ফী কারাহিয়াতিল কালামি ওয়াল ইমামু ইয়াখতুবু)**

অতএব, লক্ষ্য করুন! এভাবে (কাউকে) চুপ করানো অর্থাৎ, মুখে বলে চুপ করানোও বারণ; একেও বৃথা কাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কাউকে চুপ করাতে হলে সে যদি ছোট বাচ্চাও হয় তবুও হাত দিয়ে ইশারা করে চুপ করানো উচিত। অতএব, আমি আপনাদের সামনে জুমু'আ সংক্রান্ত কিছু বিষয় উপস্থাপন করলাম। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে জুমু'আর অনুধাবনের তৌফিক দান করুন পাশাপাশি এ সম্পর্কে আমাদের দায়-দায়িত্বও বোঝার তৌফিক দিন। আগামীকাল এখানে এই রমযানের শেষ রোযা; পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও আগামীকাল অথবা পরশুদিন রোযা শেষ হয়ে যাবে। এই রমযানে আমরা যে কল্যাণরাজি অর্জন করেছি এবং নিজেদের মাঝে যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির চেষ্টা করেছি আল্লাহ্ তা'লা এসব চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে চিরস্থায়ী করুন এবং আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করুন। আর যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সারা বছর আমাদের পাপকর্ম থেকে বাঁচার এবং ইবাদতের মান সুপ্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক লাভ হতে থাকে, এছাড়া আগামী রমযান এবং ভবিষ্যতেও আমাদের জীবনে যতগুলো রমযান নির্ধারিত আছে তা যেন আমাদের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। আজ যারা জুমু'আতুল বিদা'য় যোগ দিয়েছেন; জুমু'আতুল বিদা মনে করে জুমুআ'য় হাজির হয়েছেন তারা এই অঙ্গীকার করে উঠুন, আর তারাও যারা কদাচিৎ জুমু'আর নামাযে আসেন; (আর যারা) তিন চার জুমু'আর পর একটি জুমু'আ পড়েন তারাও এই অঙ্গীকার করে উঠুন যে, এই জুমু'আ– জুমু'আতুল বিদা নয়। বরং দৌড় (প্রতিযোগিতা) আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যেভাবে একটি লাইন টানা হয় যার ওপর প্রতিযোগিরা দৌড় দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ায়; অনুরূপভাবে এই জুমু'আও সেই লাইনের মত হয় আর হৃদয়ে যেন এই অঙ্গীকার থাকে যে, আজ আমাকে এই পয়েন্ট বা লাইন থেকে আমার সৎকর্মের প্রতিযোগিতা আরম্ভ করতে হবে। (ভবিষ্যতে) আর কোন নামায কাযা করবো না এবং কোন জুমু'আও পরিত্যাগ করবো না। বরং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালন করে সর্বদা বিশেষ প্রচেষ্টা করতে থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রাপ্যও প্রদান করতে হবে আর আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রাপ্য

অধিকারও প্রদান করতে হবে। নিজেদের জন্য এবং নিজেদের ভাইদের জন্যও দোয়া করতে হবে। আর রমযানের যে দেড় দিন বাকি আছে; এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন এবং দোয়া করতে থাকুন। যে কোন মুহূর্তই দোয়া গৃহীত হওয়ার মুহূর্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে যত দিন, যতটুকু সময় বাকি আছে, তা কয়েক ঘন্টাই হোক না কেন– এ সময়ও নিজের মাঝে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। একটি দোয়ার আবেদন হলো, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের পরিস্থিতিও বেশ সংকটাপন্ন। বাংলাদেশে আহমদীয়াতের দৃষ্টিকোন থেকে আর পাকিস্তানে সামগ্রীকভাবে, কিন্তু পৃথকভাবে আহমদীদের জন্যও। তাই, তাদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। মুসলিম বিশ্বকেও আপনাদের দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। বর্তমানে মুসলমানদের ওপর চরম অত্যাচার চলছে। আল্লাহ্ তা'লা দয়া করুন এবং মুসলমানদেরও বিবেক-বুদ্ধি এবং সুমতি দিন যাতে তারা যুগের ইমামকে চিনতে সক্ষম হয়।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)